দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 FEB 1988

পৃষ্ঠা 5...3

056

# শিক্ষাঙ্গন

## চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দেশের পূর্বাঞ্চলের উচ্চ শিক্ষার পথ প্রসারিত হয়েছে। যদিও শহরের নাগপাশ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টি বেশ দূরে অবস্থিত। তবুও শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উন্নত। সেশন জটও অনেকাংশে কম। বরাবরেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশী। বলতে গেলে একটি সুন্দর পরিবেশে পড়াশুনার একমাত্র স্থান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের অবহেলার জন্য শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এর মধ্যে বাণিজ্য বিভাগের। ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। চট্টগ্রাম বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সরকারী বাণিজ্য কলেজ রয়েছে। এমনকি অন্যান্য বেসরকারী কলেজও বাণিজ্য বিভাগের গুরুত্ব উচ্চ মাধ্যমিক ক্ষেত্রে অপরিসীম। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার পথে তা ক্রমে সংকীর্ণ হয়ে রয়েছে।

কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাস ও সম্মান কোর্সে বাণিজ্য বিভাগের জন্য মাত্র ২টি বিষয় অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে। যার দরুন ছাত্র-ছাত্রীদের বাধ্যতামূলক ঐ দুইটি বিষয়ে অধ্যয়ন করতে হয়। এর ফলে যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের পছন্দমত বিষয় গ্রহণের পথে অন্তরায় হয়, তেমনি অন্য দিকে মাত্র ২টি বিষয় থাকাতে সম্মান কোর্সে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। একইভাবে অন্যান্য কলেজও সম্মান কোর্সে ২টি বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করে বলে, সামগ্রিকভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত বাণিজ্য বিভাগের আসন সংখ্যা কমে যায়। যা বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার পথে বড় রকমের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা অন্য বিভাগে পড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে চলতি বর্ষ হতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদ-এ অন্ততঃ আরো ২টি বিষয়ে সম্মান কোর্সে পড়ার ব্যবস্থা করবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

—আহমদ হোসেন (লিটন)

## বুয়েটে ভর্তি

আগামী ৩০ মার্চ ১৯৮৮ ইং তারিখে বুয়েটে প্রকৌশল অনুষদে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সাময়িক দরখাস্তের জন্য যোগ্যতা হিসাবে চাওয়া হয়েছে এইচ, এস, সি'তে পদার্থ, রসায়ন, গণিত-এ ৬৫%। আবেদনকৃত প্রার্থীদের মধ্য থেকে মাত্র ৩৫০০ জন ছাত্রকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে। এতে যোগ্যতার নম্বর ৭৩%—৭৮% হতে পারে। যোগ্যতম প্রার্থীদের অধিকাংশই দেখা যাবে মফস্বল কলেজ থেকে নকল করে পাস করেছে। আর যারা লেখপড়া করে ৬৫%—৭০% নম্বর পেয়ে পাস করেছে—তারা কেবলমাত্র দরখাস্তে সীমাবদ্ধ থাকবে। পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে মেধা যাচাইয়ের সুযোগ পাবে না। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি এমন নিয়ম-কানুন করা হয় তবে আগামী দিনের ছাত্ররা লেখাপড়া ছেড়ে মফস্বল কলেজ থেকে নকল করে অধিক নম্বর পাবার জন্য চেষ্টা করবে। ফলে আগামী দিনের ছাত্র সমাজ ধ্বংসের মুখে পতিত হবে। তাই বুয়েটের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন——৬৫% ধারী সকল ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হোক।

—মোঃ গোলাম রব্বানী-রবি